জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)

নির্দেশিকা

ক্রীড়া পরিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)
ও
বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব
জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)

নির্দেশিকা

ক্রীড়া পরিদপ্তর
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

নির্দেশিকা

উপক্রমণিকা :

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৭ বছরের কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিক বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধি ও খেলাধুলায় উৎসাহী করে গড়ে তোলা এবং ক্রীড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদসহ সব ধরণের অসামাজিক কর্মকান্ড থেকেবিরত রাখার লক্ষ্যে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) আয়োজন করা হচ্ছে। এ টুর্নামেন্ট সফলভাবে বাস্তবায়িত হলে এসডিজি অর্জনে সহায়ক ভূমিকা পালন করবে। বিশেষ করে এটি অন্তর্ভুক্তিমূলক হবে এবং সকলকে নিয়ে উন্নয়নের দিকে এগিয়ে যাওয়া ত্বরান্বিত করবে। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর স্বপ্ন বাস্তবায়নসহ ২০৪১ সালে উন্নত দেশের মর্যাদা লাভের লক্ষ্যে সরকার নিম্নরূপ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) নীতিমালা- ২০২৩ প্রণয়ন করেছে। এই নীতিমালার আলোকে দেশব্যাপী ফুটবল টুর্নামেন্ট সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার নিমিত্ত নিম্নবর্ণিত নির্দেশিকা প্রণয়ন করা হলো:

০১। শিরোনাম :

টুর্নামেন্টের নাম হবে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)।

টুর্নামেন্টের লোগো:

০২। সংজ্ঞা :

টুর্নামেন্ট: যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক আয়োজিত ক্রীড়া পরিদপ্তরের সহযোগিতায় অনূর্ধ্ব-১৭ বছর বয়সী বালক-বালিকাদের নিয়ে ফুটবল প্রতিযোগিতা।

অংশগ্রহণকারী দল: ইউনিয়ন, পৌরসভা (জেলা সদরের) উপজেলা/থানা (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে), জেলা/সিটি কর্পোরেশন বিভাগীয় দল।

ম্যাচ কমিশনার: ফুটবল খেলার নিয়ম-কানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তি যিনি খেলার ফলাফল সম্পর্কে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবেন।

কমিটি: টুর্নামেন্ট পরিচালনার জন্য যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় কর্তৃক অনুমোদিত বিভিন্ন পর্যায়ের কমিটিসমূহ।

০৩। টুর্নামেন্টের পর্যায় :

টুর্নামেন্ট ৪টি পর্যায়ে অনুষ্ঠিত হবে: (১) উপজেলা/থানা (সিটি কর্পোরেশনের ক্ষেত্রে); (২) জেলা/সিটি কর্পোরেশন; (৩) বিভাগ; (৪) জাতীয়।

(ক) উপজেলা পর্যায় (শুধুমাত্র বালকদের জন্য): উপজেলার ক্ষেত্রে ইউনিয়ন ভিত্তিক দল গঠন করে আন্ত:ইউনিয়ন খেলার মাধ্যমে সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে উপজেলা দল গঠিত হবে। উপজেলার অন্তর্ভুক্ত পৌরসভা দল (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) এ টুর্নামেন্টের দল গঠনের ক্ষেত্রে ইউনিয়নের সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। অংশগ্রহণকারী সকল দলের মধ্য থেকে বাছাইকৃত ভাল খেলোয়াড়দের নিয়ে উপজেলা দল গঠিত হবে। উপজেলা দল জেলা পর্যায়ের খেলায় অংশগ্রহণ করবে।

(খ) জেলা পর্যায় (বালক ও বালিকাদের জন্য):

(১) বিভিন্ন উপজেলা থেকে আগত দলের অংশগ্রহণে সেরা খেলোয়ারদের নিয়ে জেলা দল গঠিত হবে। জেলা সদরের পৌরসভা উপজেলার সমতুল্য হিসেবে বিবেচিত হবে। জেলা দল ও সকল সিটি কর্পোরেশন দল স্ব স্ব বিভাগীয় পর্যায়ে আন্ত:জেলা টুর্নামেন্টে অংশগ্রহণ করবে।

(২) দেশের সকল সিটি কর্পোরেশনের থানা পর্যায়ের সেরা খেলোয়াড়দের নিয়ে সিটি কর্পোরেশন দল গঠিত হবে; আন্ত: থানা প্রতিযোগিতার সেরা খেলোয়ারদের নিয়ে সিটি কর্পোরেশন দল গঠিত হবে; যা একটি জেলার সমতুল্য।

নির্দেশিকা

(গ) বিভাগীয় পর্যায় (বালক ও বালিকাদের জন্য): বিভাগের জেলাসমূহ এবং সিটি কর্পোরেশন দল নিয়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে। বিভাগীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণকারী দলের মধ্য হতে বাছাইকৃত ভাল খেলোয়াড়দের নিয়ে বিভাগীয় দল গঠন করতে হবে।

(ঘ) জাতীয় পর্যায় (বালক ও বালিকাদের জন্য): ৮টি বিভাগীয় দল নিয়ে বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম বা বিকল্প অন্য কোন ভেন্যুতে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

০৪। টুর্নামেন্ট কমিটি :

জাতীয়, বিভাগ, জেলা, সিটি কর্পোরেশন ও উপজেলা পর্যায়ে গঠিত কমিটির মাধ্যমে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) এর সকল খেলা পরিচালিত হবে।

০৫। খেলোয়াড়দের বয়সসীমা :

উপজেলা পর্যায়ে খেলা শুরুর নির্ধারিত তারিখে খেলোয়াড়দের বয়সসীমা অনূর্ধ্ব-১৭ বছর হতে হবে। নাগরিকত্ব প্রমাণের জন্য ডিজিটাল জন্মসনদ এবং বয়স প্রমানের জন্য পিইসি পরীক্ষার ছবিযুক্ত মূল প্রবেশপত্র এবং জেএসসি পরীক্ষার ক্ষেত্রে ছবিযুক্ত মূল কাগজপত্র (রেজিস্ট্রেশন কার্ড, অ্যাডমিট কার্ড) সঙ্গে অবশ্যই জন্মনিবন্ধন (অনলাইন) প্রিন্টেড কপি দাখিল করতে হবে।

(ক) উপজেলা/থানা পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের প্রয়োজনীয় কাগজপত্রের সত্যায়িত কপি, ব্যক্তিগত ছবি ও দলীয় ছবি বয়স প্রমানের ক্ষেত্রে উপজেলা নির্বাহী অফিসার, উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ও উপজেলা শিক্ষা অফিসার প্রত্যয়ন কর্তৃক প্রেরণ করবেন।

(খ) সিটি কর্পোরেশনের আওতাধীন অংশগ্রহণকারী খেলোয়াড়দের বয়স সংক্রান্ত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র ছবিসহ সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশনের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা ও স্বাস্থ্য কর্মকর্তা প্রত্যয়ন করবেন।

(গ) প্রয়োজনে জেলা পর্যায়ে আগত দলের খেলোয়াড়দের বয়স নিশ্চিত হওয়ার জন্য সিভিল সার্জন/জেলা প্রশাসকের প্রতিনিধি এবং জেলা শিক্ষা অফিসার/প্রতিনিধি এর সমন্বয়ে গঠিত কমিটি প্রত্যয়ন করবে।

০৬। অংশগ্রহণকারী দল :

(ক) ইউনিয়ন/থানা ভিত্তিক অংশগ্রহণকারী দল নিম্নরূপ প্রতিষ্ঠানের খেলোয়াড় নিয়ে গঠিত হবে :
(১) মাধ্যমিক পর্যায়ের স্কুল, কলেজ, মাদ্রাসা ও সমমানের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান; (২) ক্রীড়া ক্লাব; (৩) ক্রীড়া একাডেমি; (৪) ক্রীড়া সংগঠন।

(খ) সদস্য সংখ্যা: ২০ জন (১৮ জন খেলোয়াড়, ০১ জন কর্মকর্তা ও ০১ জন কোচ)।

০৭। খেলার মাঠ :

(ক) খেলার মাঠের আয়তন কমপক্ষে: দৈর্ঘ্য ১০০ মিটার এবং প্রস্থ ৬৪ মিটার হবে।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে প্রয়োজনীয় ক্ষেত্রে দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের অনুপাত ঠিক রেখে টুর্নামেন্ট কমিটি মাঠের আয়তন নির্ধারণ করবে।

(গ) উপজেলা পর্যায়ের খেলা শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়ামে অনুষ্ঠিত হবে। যে সকল উপজেলায় শেখ রাসেল মিনি স্টেডিয়াম নেই সেখানে উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা কর্তৃক নির্ধারিত মাঠে খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

(ঘ) জাতীয় পর্যায়ের খেলা: বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম অথবা সুবিধাজনক কোন স্টেডিয়ামে জাতীয় পর্যায়ের খেলা অনুষ্ঠিত হবে।

০৮। খেলার নিয়ম কানুন :

(ক) টুর্নামেন্টের সকল খেলা নকআউট পদ্ধতিতে পরিচালিত হবে।

(খ) খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে কোন সমস্যা বা জটিলতা দেখা দিলে তা বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের বিধি ও উপবিধি অনুসারে নিষ্পত্তি করা হবে।

০৯। খেলোয়াড়দের তালিকা :

(ক) এক ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা/বিভাগ এর খেলোয়াড় অন্য ইউনিয়ন/উপজেলা/জেলা/বিভাগ এর খেলায় অংশগ্রহণ করতে পারবে না।

(খ) খেলার নির্ধারিত তারিখের ৭ (সাত) দিন পূর্বে প্রতিষ্ঠান কর্তৃক টুর্নামেন্ট কমিটির সদস্য সচিবের নিকট ছবিসহ দলের তালিকা প্রদান করতে হবে।

(গ) খেলা শুরুর কমপক্ষে ১ (এক) ঘন্টা পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি রেফারির নিকট কর্মকর্তা, প্রশিক্ষক ও খেলোয়াড়দের তালিকা প্রদান করবে।

(ঘ) বিকেএসপিতে বর্তমানে অধ্যয়নরত কোন খেলোয়াড় এই টুর্নামেন্টে অংশ নিতে পারবে না।

(ঙ) টুর্নামেন্টে অংশ নেয়ার পূর্বেই ১৮ জন খেলোয়াড়ের তালিকা জমা দিতে হবে। বয়স এবং ডকুমেন্ট যাচাইয়ে উত্তীর্ণ খেলোয়াড় মূল খেলায় অংশ নিতে পারবে। টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার পর নতুন করে খেলোয়াড় অন্তর্ভুক্ত করা যাবে না।

১০। খেলার মাঠে প্রবেশ :

(ক) দলের নির্ধারিত খেলোয়াড়, ০১ জন কর্মকর্তা এবং ০১ জন প্রশিক্ষক খেলার মাঠে নির্ধারিত স্থানে গমন ও অবস্থান করতে পারবে।

(খ) খেলোয়াড় আহত হলে রেফারির অনুমতি সাপেক্ষে কেবলমাত্র দলের কর্মকর্তা মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

(গ) রেফারির আহ্বানে মেডিকেল টিম মাঠে প্রবেশ করতে পারবে।

১১। খেলোয়াড়দের পোশাক এবং সাজ-সরঞ্জাম

(ক) খেলোয়াড়গণ স্পষ্ট নাম্বারের জার্সি ও প্যান্ট পরিধান করবে।

(খ) প্রতিদ্বন্দ্বী দলের সঙ্গে জার্সির রং মিলে গেলে টসের মাধ্যমে জার্সি পরিবর্তন করা যাবে।

(গ) খেলোয়াড়দের অবশ্যই বুট পরিধান করতে হবে।

(ঘ) খেলা পরিচালনার জন্য উপজেলা পর্যায়ে ৩ টি, জেলা/সিটি কর্পোরেশরন ও বিভাগীয় পর্যায়ের খেলায় ৪টি করে ফুটবল প্রদান করা হবে।

১২। খেলার সময় :

(ক) বালক : খেলার সময়কাল ৯০ মিনিট। প্রথমার্ধ ৪৫ মিনিট এরপর ১০ মিনিট বিরতি এবং দ্বিতীয়ার্ধ ৪৫ মিনিট। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সময়সীমা পরিবর্তন করতে পারবে।

(খ) বালিকা : খেলার সময়কাল ৭০ মিনিট। প্রথমার্ধ ৩৫ মিনিট এরপর ১০ মিনিট বিরতি এবং দ্বিতীয়ার্ধ ৩৫ মিনিট। প্রয়োজনে সংশ্লিষ্ট কমিটি এ সময়সীমা পরিবর্তন করতে পারবে।

(গ) নির্ধারিত সময় খেলা অমীমাংসিত থাকলে অতিরিক্ত সময়ে (৫+৫) ১০ মিনিট খেলা হবে। অতিরিক্ত সময়ে কোন বিরতি ছাড়াই ৫ মিনিট পর পার্শ্ব পরিবর্তন হবে। অতিরিক্ত সময়ে খেলার ফলাফল নির্ধারিত না হলে পেনাল্টি কিক (টাই-ব্রেকার) এর মাধ্যমে খেলার ফলাফল নির্ধারণ করা হবে। তবে সময় কম থাকলে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্তে সরাসরি টাইব্রেকারের মাধ্যমেও খেলা নিষ্পত্তি করা যাবে।

১৩। (ক) খেলার সময়সূচিঃ

(১) টুর্ণামেন্ট কমিটি ক্রীড়া ক্যালেন্ডার/যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে সময়সূচি প্রণয়ন করবে।

(২) খেলার সময়সূচি অনুযায়ী টুর্ণামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। তবে টুর্ণামেন্ট কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ, সময় ও স্থান পরিবর্তিত করতে পারবে।

(খ) খেলোয়াড় বদল এবং খেলা চলাকালীন খেলোয়াড়ের সংখ্যাঃ

(১) প্রতিটি খেলায় তালিকাভুক্ত খেলোয়াড় হতে প্রচলিত নিয়ম অনুযায়ী (বাফুফে) খেলোয়াড় পরিবর্তন করা যাবে।

(২) খেলোয়াড় তালিকায় অথবা খেলা শুরুর পর খেলায় অংশগ্রহণকারী কোন দলে ৭ (সাত) জনের কম খেলোয়াড় থাকলে প্রতিপক্ষ দলকে ২-০ গোলে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। গোল সংখ্যা ২ এর বেশি হলে তা বহাল থাকবে। প্রতিদ্বন্দ্বী দুইটি দলে ৭ জনের কম খেলোয়াড় থাকলে খেলাটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করা হবে।

(৩) বিশেষ পরিস্থিতিতে টুর্নামেন্ট পরিচালনা কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত সাব্যস্ত হবে।

১৪। রেফারি :

(১) খেলা পরিচালনা করার জন্য সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটি রেফারি নিয়োগ করবে।

(২) জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের খেলাসমূহ পরিচালনার জন্য বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের রেফারি কমিটির তালিকাভুক্ত রেফারি নিয়োগ করা হবে।

(৩) রেফারির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। রেফারির সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে কোন আপিল/ আপত্তি গ্রহণ করা হবে না।

নির্দেশিকা

১৫। খেলার সময়সূচি :

(১) টুর্নামেন্ট কমিটি যুক্তিযুক্ত সময়ের মধ্যে টুর্নামেন্টের সময়সূচি প্রণয়ন করবে।

(২) খেলার সময়সূচি অনুযায়ী টুর্নামেন্ট অনুষ্ঠিত হবে। তবে টুর্নামেন্ট কমিটি প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা বিশেষ কারণে খেলার তারিখ, সময় ও স্থান পরিবর্তন করতে পারবে।

১৬। অংশগ্রহণকারীদের সম্মানি :

উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে অংশগ্রহণকারী দলসমূহকে টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক প্রতি খেলার জন্য দূরত্ব বিবেচনায় নির্ধারিত হারে টিএ, ডিএ প্রদান করা হবে। খেলা চলাকালীন কোন দল খেলা হতে বিরত থাকলে কোন ভাতা প্রদান করা হবে না।

১৭। অংশগ্রহণের ব্যর্থতা :

কোন দল খেলা শুরু হওয়ার নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে মাঠে উপস্থিত না থাকলে ১৫ মিনিট অপেক্ষা করে উপস্থিত দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে। কোন দল নির্ধারিত তারিখ ও সময়ে ইচ্ছাকৃতভাবে খেলায় অংশগ্রহণ না করলে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা দায়ী থাকবেন।

১৮। চূড়ান্ত ক্রম নির্ধারণ :

টুর্নামেন্টের কোন পর্যায়ে যুগ্ম-চ্যাম্পিয়ন থাকবে না। নির্ধারিত ও অতিরিক্ত সময় খেলা অমীমাংসিত থাকলে টাই-ব্রেকারের মাধ্যমে বিজয়ী দল নির্ধারণ করা হবে।

১৯। শৃঙ্খলা উপকমিটি :

(ক) প্রত্যেক পর্যায়ে টুর্নামেন্ট কমিটি ০৩ (তিন) সদস্য বিশিষ্ট একটি শৃঙ্খলা উপকমিটি গঠন করবে।

(খ) উপজেলা পর্যায়ে সহকারী কমিশনার (ভূমি), জেলা পর্যায়ে অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সিটি কর্পোরেশনের জন্য সচিব, সিটি কর্পোরেশন) ও বিভাগীয় পর্যায়ে একজন অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার সংশ্লিষ্ট উপ-কমিটির আহ্বায়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন। শৃঙ্খলা উপকমিটি খেলোয়াড়, কর্মকর্তা ও রেফারিদের আচরণ ও কার্যক্রম নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করবে এবং বিধি অনুযায়ী ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

২০। অভিযোগ/আপত্তি :

(ক) খেলা সংক্রান্ত কোন অভিযোগ/আপত্তি থাকলে খেলা শেষ হওয়ার এক ঘন্টার মধ্যে ৫০০/- (পাঁচশত) টাকা জমাদানপূর্বক টুর্নামেন্ট কমিটির সভাপতি/সম্পাদক বরাবর লিখিত আবেদন করতে হবে।

(খ) অভিযোগ এর বিষয়ে সংশ্লিষ্ট শৃঙ্খলা উপকমিটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে।

(গ) অভিযোগকারীর পক্ষে রায় হলে জমাকৃত অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হবে; অন্যথায় উক্ত অর্থ ফেরৎ প্রদান করা হবে না।

২১। আপিল :

শৃঙ্খলা উপকমিটির সিদ্ধান্তের বিষয়ে কোন আপত্তি থাকলে সংশ্লিষ্ট টুর্নামেন্ট কমিটির নিকট ৬ (ছয়) ঘন্টার মধ্যে লিখিত আবেদন দাখিল করতে হবে। টুর্নামেন্ট কমিটি ১২ (বার) ঘন্টার মধ্যে আপিলের বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে। টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

২২। ম্যাচ কমিশনার :

প্রতিটি খেলায় একজন ম্যাচ কমিশনার নিয়োজিত থাকবেন। ফুটবল খেলার নিয়মকানুন সম্বন্ধে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে টুর্নামেন্ট কমিটি ম্যাচ কমিশনার হিসেবে নিয়োগ দান করবে।

২৩। পাতানো খেলা :

শৃঙ্খলা উপকমিটি কর্তৃক পাতানো খেলা শনাক্ত হলে টুর্নামেন্ট কমিটি সংশ্লিষ্ট দলকে ০২ (দুই) বছরের জন্য এ টুর্নামেন্টের সকল খেলা থেকে নিষিদ্ধ করতে পারবে।

২৪। পুরস্কার :

(ক) জাতীয় পর্যায়ের চূড়ান্ত খেলায় বিজয়ী (চ্যাম্পিয়ন) ও বিজিত (রানার্স আপ) দলকে নগদ আর্থিক পুরস্কারের ব্যবস্থা থাকবে।

(খ) জাতীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলের খেলোয়াড়গণকে ব্যক্তিগত পদক প্রদান করা হবে।

(গ) টুর্নামেন্টের প্রতিটি পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন ও রানার্স আপ দলকে স্থানীয়ভাবে ট্রফি ও পদক প্রদান করা হবে।

(ঘ) টুর্নামেন্টের প্রতিটি পর্যায়ে শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় ও সর্বোচ্চ গোলদাতা এবং ম্যান অব দ্যা ফাইনাল কে পুরস্কার ও নগদ অর্থ প্রদান করা হবে।

(ঙ) ম্যান অব দি টুর্নামেন্ট এবং ফাইনাল খেলার ম্যান অব দি ম্যাচকে নগদ অর্থ পুরস্কার প্রদান করা হবে।

২৫। প্রশিক্ষণ:

(ক) জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতা থেকে বাছাইকৃত প্রতিভাবান খেলায়াড়দের বিকেএসপি বা বিকল্প কোন প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে উন্নত প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(খ) উন্নত প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে বাছাইকৃত অধিক প্রতিভাবান খেলোয়াড়দের বিদেশে উন্নততর প্রশিক্ষণ বা দেশে বিদেশী কোচের তত্ত্বাবধানে প্রশিক্ষণ প্রদান করা হবে।

(গ) প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত খেলোয়াড়দের বাফুফের ডেভেলপমেন্ট উইংয়ের নিকট বা বিভিন্ন ক্লাবে প্রেরণের ব্যবস্থা করা হবে।

২৬। গোল্ডকাপ/সিলভারকাপ :

(ক) জাতীয় চ্যাম্পিয়ন দলকে খেলা শেষে আনুষ্ঠানিকভাবে গোল্ডকাপ প্রদানপূর্বক ফেরত নিয়ে গোল্ডকাপ এর রেপ্লিকা প্রদান করা হবে।

(খ) রানার্স আপ দলকে অনুরূপভাবে সিলভারকাপ এর রেপ্লিকা প্রদান করা হবে।

(গ) কোন দল পরপর তিনবার চ্যাম্পিয়ন/রানার্স আপ হলে উক্ত দলকে যথাক্রমে গোল্ডকাপ/ সিলভারকাপ প্রদান করা হবে।

২৭। খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত :

(ক) প্রাকৃতিক দুর্যোগ/দুর্ঘটনা বা গোলযোগের কারণে খেলা না হলে রেফারি ৩০ মিনিট পর্যন্ত সাময়িকভাবে খেলা বন্ধ রাখতে পারবেন। এরপরও যদি খেলা পরিচালনা করা সম্ভব না হয় তবে রেফারি শেষ বাঁশি বাজিয়ে খেলা স্থগিত/পরিত্যক্ত ঘোষনা করবেন যা পরবর্তী দিবসের নির্ধারিত খেলার পূর্বেই টুর্নামেন্ট কমিটি কর্তৃক নির্ধারিত তারিখ, সময় ও স্থানে অনুষ্ঠিত হবে। এ বিষয়ে উভয় দলকে ঐ দিনই অবহিত করতে হবে।

(খ) যদি কোন দল নির্ধারিত খেলায় অংশগ্রহণ না করে তাহলে সে দলকে টুর্নামেন্টে অযোগ্য ঘোষণা করে প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

(গ) যদি কোন দল পূর্ণ সময় পর্যন্ত খেলতে অসম্মতি জ্ঞাপন করে বা খেলা শেষ হওয়ার পূর্বেই খেলার মাঠ পরিত্যাগ করে বা মাঠে অবস্থান করে বা রেফারির আদেশ অমান্য করে খেলায় অংশ গ্রহণ থেকে বিরত থাকে বা খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বাধা সৃষ্টি করে তাহলে উক্ত দলকে টুর্নামেন্ট হতে বহিস্কার করা হবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বী দলকে বিজয়ী ঘোষণা করা হবে।

২৮। মিডিয়া কমিটি :

টুর্নামেন্টের ব্যাপক প্রচারণার জন্য উপজেলা, জেলা, বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ে মিডিয়া কমিটি থাকবে।

২৯। হিসাব পরিচালনা :

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭) এর হিসাব পরিচালনার জন্য জাতীয়, বিভাগ, জেলা ও উপজেলা পর্যায়ে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) নামে পৃথক হিসাব পরিচালনা করা হবে। জাতীয় পর্যায়ে পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর, বিভাগীয় পর্যায়ে সংশ্লিষ্ট বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া অফিসার, জেলা পর্যায়ে জেলা ক্রীড়া অফিসার এবং উপজেলা পর্যায়ে উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আয়ন-ব্যয়ন কর্মকর্তা হিসেবে এই হিসাব পরিচালনা করবেন। সংশ্লিষ্ট কমিটির অনুমোদনক্রমে সরকারি আর্থিক বিধিবিধান প্রতিপালনপূর্বক আয়-ব্যয় এর হিসাব পরিচালিত হবে।

৩০। বিবিধ :

(ক) খেলার উপযোগী মাঠ প্রস্তুতকরণ, খেলার উপকরণসহ সুষ্ঠভাবে ও সুচারুভাবে খেলা আয়োজনের নিমিত্ত যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করবে।

(খ) টুর্নামেন্টটি বালক ও বালিকাদের জন্য আয়োজন করা হবে।

(গ) বিভাগ ও জাতীয় পর্যায়ের টুর্নামেন্টে জেলা ক্রীড়া অফিসার সংশ্লিষ্ট দলসমূহের ম্যানেজার হিসেবে দায়িত্ব পালন করবে।

৩১। সংশোধন :

টুর্নামেন্ট সুষ্ঠভাবে পরিচালনার জন্য প্রয়োজনবোধে জাতীয় টুর্নামেন্ট কমিটি এ নীতিমালার সঙ্গে সংগতি রেখে যে কোন নিয়মকানুন সংশোধন/সংযোজন/পরিবর্তন/পরিবর্ধন করতে পারবে।

৩২। আরবিট্রেশন :

(ক) টুর্নামেন্টের প্রতিটি পর্যায়ে গঠিত কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে; তবে সংক্ষুব্ধ পক্ষ পরবর্তী উচ্চতর কমিটির নিকট আপিল করতে পারবে।

(খ) খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে বা অন্য কোন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনা না থাকলে প্রযোজ্য ক্ষেত্রে টুর্নামেন্ট কমিটির সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হবে।

৩৩। টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ :

টুর্নামেন্ট এর খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনার জন্য উপজেলা/থানা (সিটি কর্পোরেশন এলাকাধীন), জেলা, বিভাগ এবং জাতীয় পর্যায়ে নিম্নরূপ টুর্নামেন্ট কমিটিসমূহ গঠিত হবে।

(ক) জাতীয় কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. মাননীয় মন্ত্রী/প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় – প্রধান উপদেষ্টা
২. সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় – সভাপতি
৩. অতিরিক্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় (সকল) – সদস্য
৪. বিভাগীয় কমিশনার (সকল) – সদস্য
৫. মহাপরিচালক, মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তর – সদস্য
৬. মহাপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর – সদস্য
৭. মহাপরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর – সদস্য
৮. পরিচালক, ক্রীড়া পরিদপ্তর – সদস্য
৯. সচিব, জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ – সদস্য
১০. যুগ্ম সচিব (প্রশাসন), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় – সদস্য
১১. পরিচালক (ক্রীড়া), জাতীয় ক্রীড়া পরিষদ – সদস্য
১২. প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন – সদস্য
১৩. মহা পুলিশ পরিদর্শকের প্রতিনিধি (এআইজিপির নীচে নয়) – সদস্য
১৪. মহাপরিচালক, বাংলাদেশ ক্রীড়া শিক্ষা প্রতিষ্ঠান – সদস্য
১৫. মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
১৬. মাদ্রাসা ও কারিগরী শিক্ষা বিভাগ, শিক্ষা মন্ত্রণালয় এর প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
১৭. প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
১৮. স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
১৯. গৃহায়ণ ও গণপূর্ত মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
২০. তথ্য মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
২১. স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
২২. স্থানীয় সরকার বিভাগের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
২৩. মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
২৪. অর্থ বিভাগ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি (যুগ্মসচিব পদমর্যাদার) – সদস্য
২৫. পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি – সদস্য
২৬. মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের প্রতিনিধি – সদস্য
২৭. জেলা প্রশাসক, ঢাকা – সদস্য
২৮. উপ সচিব (ক্রীড়া-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় – সদস্য
২৯. সভাপতি, বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশন – সদস্য
৩০. বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি (প্রধান জাতীয় কমিশনার কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
৩১. জাতীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার প্রতিনিধি – সদস্য
৩২. বাংলাদেশ গার্লস গাইডের প্রতিনিধি – সদস্য
৩৩. সম্পাদক, ক্রীড়া জগৎ – সদস্য
৩৪. মিডিয়া পার্টনার (প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া) – সদস্য
৩৫. বিশিষ্ট ক্রীড়া ব্যক্তিত্ব/সংগঠক ৪জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
৩৬. অতিরিক্ত সচিব/যুগ্মসচিব (ক্রীড়া-২), যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয় – সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১. খেলা পরিচালনার নিয়মাবলি প্রণয়ন ও যাবতীয় দিক নির্দেশনা প্রদান এবং প্রতিযোগিতার তারিখ ও সময় নির্ধারণ।
২. গোল্ডকাপ এর ডিজাইন চূড়ান্ত ও প্রস্তুতকরণ এবং অন্যান্য পুরস্কার নির্ধারণ।
৩. টুর্নামেন্ট সংক্রান্ত বাজেট অনুমোদন।
৪. বিভাগীয় পর্যায়ে চ্যাম্পিয়ন দলসমূহের অংশগ্রহণে জাতীয় প্রতিযোগিতা পরিচালনা ও এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।
৫. খেলা পরিচালনার ক্ষেত্রে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ।
৬. প্রয়োজনবোধে কমিটিতে সদস্য অন্তর্ভুক্তকরণ।

(খ) বিভাগীয় কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়):

১. বিভাগীয় কমিশনার – সভাপতি
২. উপ মহাপুলিশ পরিদর্শক – সহ-সভাপতি
৩. অতিরিক্ত বিভাগীয় কমিশনার (সার্বিক) – সদস্য
৪. মেট্রোপলিটন পুলিশ কমিশনার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) – সদস্য
৫. জেলা প্রশাসক (সকল) – সদস্য
৬. উপপরিচালক, স্বাস্থ্য বিভাগ – সদস্য
৭. প্রধাণ নির্বাহী কর্মকর্তা (সংশ্লিষ্ট সিটি কর্পোরেশন) – সদস্য
৮. উপপরিচালক, মাধ্যমিক শিক্ষা (বিভাগীয় সদর) – সদস্য
৯. উপপরিচালক, প্রাথমিক শিক্ষা (বিভাগীয় সদর) – সদস্য
১০. উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর (বিভাগীয় সদর) – সদস্য
১১. বিভাগীয় ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক – সদস্য
১২. বিভাগীয় সদরের জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক – সদস্য
১৩. বিভাগীয় সদরের জেলা প্রেস ক্লাবের সভাপতি – সদস্য
১৪. সংশ্লিষ্ট মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের প্রতিনিধি – সদস্য
১৫. সিটি কর্পোরেশনের প্রতিনিধি – সদস্য
১৬. বিভাগীয় মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক – সদস্য
১৭. ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১৮. বাংলাদেশ স্কাউটস এর প্রতিনিধি (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১৯. সভাপতি, বিভাগীয় ফুটবল এসোসিয়েশন – সদস্য
২০. পরিচালক, বিভাগীয় তথ্য অফিস – সদস্য
২১. জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার (বিভাগীয় সদর) – সদস্য
২২. জেলা ক্রীড়া অফিসার (বিভাগীয় সদর) – সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১. বিভাগীয় পর্যায়ের সকল খেলার সুষ্ঠু আয়োজন ও পরিচালনা, আইন শৃঙ্খলা বজায় রাখা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(গ) সিটি কর্পোরেশন কমিটিঃ

(ঘ) জেলা কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. জাতীয় সংসদ সদস্যবৃন্দ - উপদেষ্টা
২. চেয়ারম্যান, জেলা পরিষদ - পৃষ্ঠপোষক
৩. মেয়র, পৌরসভা - পৃষ্ঠপোষক
৪. জেলা প্রশাসক - সভাপতি
৫. পুলিশ সুপার - সহ-সভাপতি
৬. অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক (সার্বিক) – সদস্য
৭. সিভিল সার্জন – সদস্য
৮. জেলা কমান্ডান্ট, আনসার ও ভিডিপি – সদস্য
৯. উপজেলা নির্বাহী অফিসার (সকল) – সদস্য
১০. জেলা শিক্ষা কর্মকর্তা – সদস্য
১১. জেলা প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা – সদস্য
১২. উপ-পরিচালক, মহিলা বিষয়ক অধিদপ্তর – সদস্য
১৩. উপ-পরিচালক, যুব উন্নয়ন অধিদপ্তর – সদস্য
১৪. জেলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক – সদস্য
১৫. জেলা মহিলা ক্রীড়া সংস্থার সাধারণ সম্পাদক – সদস্য
১৬. সম্পাদক, জেলা স্কাউটস্ – সদস্য
১৭. সভাপতি, জেলা প্রেস ক্লাব – সদস্য
১৮. সভাপতি, জেলা ফুটবল এসোসিয়েশন – সদস্য
১৯. সিটি কর্পোরেশন/পৌরসভা মেয়র এর প্রতিনিধি (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) ১ জন – সদস্য
২০. ক্রীড়া অনুরাগী ব্যক্তি ২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
২১. জেলা সদরের সরকারি বালক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (০১ জন), জেলা প্রশাসক মনোনীত – সদস্য
২২. জেলা সদরের সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক (০১ জন), জেলা প্রশাসক মনোনীত – সদস্য
২৩. উপপরিচালক/সিনিয়র তথ্য অফিসার/জেলা তথ্য অফিসার (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) – সদস্য
২৪. জেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার – সদস্য
২৫. পার্বত্য জেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) – সদস্য
২৬. জেলা ক্রীড়া অফিসার – সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১. জেলা পর্যায়ে সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

(ঙ) উপজেলা কমিটি (জ্যেষ্ঠতার ক্রমানুসারে নয়) ঃ

১. মাননীয় সংসদ সদস্য - উপদেষ্টা
২. চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ - পৃষ্ঠপোষক
৩. মেয়র, পৌরসভা (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) - পৃষ্ঠপোষক
৪. উপজেলা নির্বাহী অফিসার - সভাপতি

নির্দেশিকা

৫. উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা – সদস্য
৬. উপজেলা কৃষি কর্মকর্তা – সদস্য
৭. সহকারী কমিশনার (ভূমি) – সদস্য
৮. থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা – সদস্য
৯. উপজেলা আনসার/ভিডিপি কর্মকর্তা – সদস্য
১০. উপজেলা যুব উন্নয়ন কর্মকর্তা – সদস্য
১১. উপজেলা মাধ্যমিক শিক্ষা কর্মকর্তা – সদস্য
১২. সভাপতি প্রেস ক্লাব (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) – সদস্য
১৩. উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা – সদস্য
১৪. উপজেলা মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা – সদস্য
১৫. চেয়ারম্যান, ইউনিয়ন পরিষদ (সকল) – সদস্য
১৬. উপজেলা সদরের মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক-০১ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১৭. ক্রীড়া শিক্ষক- ০২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
১৮. সম্পাদক, উপজেলা স্কাউটস – সদস্য
১৯. সভাপতি, উপজেলা ফুটবল এসোসিয়েশন – সদস্য
২০. ক্রীড়ানুরাগী- ০২ জন (সভাপতি কর্তৃক মনোনীত) – সদস্য
২১. উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডার – সদস্য
২২. পার্বত্য জেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট সদস্য (প্রযোজ্য ক্ষেত্রে) – সদস্য
২৩. সাধারণ সম্পাদক, উপজেলা ক্রীড়া সংস্থা – সদস্য সচিব

কর্মপরিধি:

১. উপজেলা পর্যায়ের সকল খেলা সুষ্ঠুভাবে আয়োজন ও পরিচালনা করা এবং এতদ্‌সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য সম্পাদন।

২. কমিটি প্রয়োজনবোধে সদস্য কো-অপ্ট করতে পারবে।

ড. মহিউদ্দীন আহমেদ
সচিব
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়

দ্বিতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি ২০২৪ ইং

নির্দেশিকা

লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলার মাধ্যমে অনূর্ধ্ব-১৭ বছরের কিশোর-কিশোরীদের শারীরিক, মানসিক ও নান্দনিত বিকাশ, প্রতিযোগিতার মাধ্যমে সহিষ্ণুতা, মনোবল বৃদ্ধি ও খেলাধুলায় উৎসাহী করে গড়ে তোলা এবং ক্রীড়া চর্চায় উদ্বুদ্ধকরণ, মাদকাসক্তি, জঙ্গিবাদসহ সকল অসামাজিক কর্মকান্ড হতে বিরত রাখার লক্ষ্যে যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের উদ্যোগে ক্রীড়া পরিদপ্তরের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্ণামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭) ২০১৮ সাল থেকে ও বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনুর্ধ্ব-১৭) ২০১৯ সাল থেকে প্রতি বছর অনুষ্ঠিত হচ্ছে।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের ক্রীড়ানুরাগী মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এমপি এর ব্রেন চাইল্ড এই টুর্নামেন্ট। তরুণ প্রজন্মকে আগামীর স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মানের কারিগর হিসেবে গড়ে তুলতে লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা ও সংস্কৃতিচর্চা করতেই হবে, যা মেধা ও মনন বিকাশের সুযোগ করে দিবে। এই টুর্নামেন্ট সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে পরিচালনার জন্য জাতীয় কমিটির সর্বশেষ সভার (গত ১০ অক্টোবর ২০২২ তারিখে অনুষ্ঠিত) সিদ্ধান্তসমূহ সন্নিবেশিত করে নির্দেশিকাটি চুড়ান্ত করা হয়েছে, যা নতুন কোনো সিদ্ধান্ত গৃহীত না হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকবে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এর আজন্ম লালিত স্বপ্ন সোনার বাংলা ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ঘোষিত স্মার্ট বাংলাদেশ বিনির্মাণে তরুণ প্রজন্মকে উপযুক্ত নাগরিক হিসেবে গড়ে তুলতে এই টুর্নামেন্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

যথাযথ কর্তৃপক্ষের অনুমোদনক্রমে নির্দেশিকাটি জারী করা হলো।

ধন্যবাদান্তে

আ.ন.ম তরিকুল ইসলাম

পরিচালক (যুগ্ম সচিব)

ক্রীড়া পরিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়
ক্রীড়া-২ শাখা
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।
www.moysports.gov.bd

নং-৩৪.০০.০০০০.০৮০.৪০.০০১.২২-০৭

তারিখঃ ০৭ মাঘ, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ
২১ জানুয়ারী, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

বিষয়ঃ "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)" ও "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)" সংশোধিত নির্দেশিকা।

সূত্রঃ ক্রীড়া পরিদপ্তরের স্মারক নং-৩৪.০২.২৬৬৫.১০৪.১৮.০০৫.২৩-০৯, তারিখঃ ০১ জানুয়ারী, ২০২৪।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো যাচ্ছে যে, ইতোপূর্বে শেখ হাসিনা জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট (অনূর্ধ্ব-১৭) খসড়া নীতিমালা-২০১৮ যথাযথ কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত ছিল। গত ১০.১০.২০২২২ তারিখে অনুষ্ঠিত জাতীয় কমিটির সভার সিদ্ধান্ত মোতাবেক "জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)" ও "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)" সংযোজন করে সংশোধিত নির্দেশিকা পরবর্তী প্রয়োজনীয় কার্যক্রম গ্রহণের জন্য নির্দেশক্রমে এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালক (অনূর্ধ্ব-১৭)" ও "বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেছা মুজিব জাতীয় গোল্ডকাপ ফুটবল টুর্নামেন্ট, বালিকা (অনূর্ধ্ব-১৭)" সংশোধিত নির্দেশিকা ১০ (দশ) পাতা।

২১.০১.২০২৪
(মোঃ তোফায়েল হোসেন)
সহকারী সচিব
(ক্রীড়া-২ শাখা)

পরিচালক
ক্রীড়া পরিদপ্তর
মওলানা ভাসানী হকি স্টেডিয়াম, ঢাকা।

অনুলিপিঃ
১। সচিব মহোদয়ের একান্ত সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়, বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

সার্বিক সহযোগিতায় : ক্রীড়া পরিদপ্তর, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়